بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA
MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২১ মার্চ ২০২০

করোনাভাইরাস মহামারী নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় প্রধানের বক্তব্য

MAKHZAN
TASAWEER
IMAGE LIBRARY

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন, করোনাভাইরাস মহামারী মানুষকে মানবীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করছে

করোনাভাইরাস-এর বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়-এর বিশ্ব-প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ভাইরাসটির বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও খোদা তা'লার দিকে আরো বেশি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ঝুঁকার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২০ মার্চ ২০২০ টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মুবারক মসজিদে জুমু'আর খুতবা দিতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার মানুষকে মানবীয় প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতাসমূহ বিবেচনা করতে বাধ্য করছে এবং এর ফলস্বরূপ মানুষ ধর্ম তথা বিশ্বাসের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে।

হুযূর আকদাস, সমাজের উপর করোনাভাইরাস-এর প্রভাব এবং একবিংশ শতাব্দীতে কিভাবে সংক্রামক ব্যাধির ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে মিডিয়ায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে, হুযূর আকদাস ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধের উল্লেখ করেন, যেখানে কলামিস্ট ফিলিপ জনস্টন বর্ণনা করেছেন কিভাবে মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের ব্যবধানে পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে।

কলামিস্ট সেখানে লেখেন কিভাবে ভাইরাসটি আপাতদৃষ্টিতে দুর্ভেদ্য শক্তির পাশ্চাত্য সমাজের দুর্বলতাসমূহকে দৃষ্টিপটে নিয়ে এসেছে।

হুযূর আকদাস বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের জন্য এ অস্বাভাবাবিক সময়টি কল্পনার অতীত তা তুলে ধরার পর মি. জনস্টন এ উপসংহারে পৌঁছেন যে:

“আমরা কতবার মানুষ কে বলতে শুনেছি যে, ‘সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে কেননা বিজ্ঞানীরা কোন একটা কিছু সমাধান বের করবেন’, তা বৈশ্বিক উষ্ণায়নই হোক বা এ মহামারী? আমরা শীঘ্রই জানতে চলেছি এমন আশাবাদ যুক্তিসঙ্গত কিনা। যদি তা না হয় তবে আমি হয়তো আবার গির্জায় যোগ দিব।”

এ কলামের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এ ভাইরাসটি মানুষকে খোদা তা’লার দিকে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে। সত্য খোদা এবং জীবন্ত খোদা ইসলামের খোদা। তিনি সেই একক সত্তা তিনি ঘোষণা করেছেন যে যারা খোদা তা’লার দিকে অগ্রসর হতে প্রয়াসী হয় তিনি তাদের পথ প্রদর্শন করবেন। যারা তার দিকে একধাপ অগ্রসর হয় তিনি তাদের দিকে দ্রুত ছুটে আসবেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর আশ্রয়ে নিবেন।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“এই পরিস্থিতিতে, আমাদের জন্য নিজেদের সংশোধন করার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি, আমাদের উপর আরও দায়িত্ব বর্তায় যেন আমরা ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করি। আমাদেরকে অবশ্যই মানুষকে বলতে হবে যে, পরিণাম কল্যাণকর হওয়ার জন্য আমাদেরকে খোদা তা’লার দিকে ঝুঁকতে হবে এবং এটি অনুধাবন করতে হবে যে প্রকৃত জীবন সেটি যা পরকালের জীবন এবং আমাদের তাঁর সাথে কাউকে শরিক করা উচিত নয় এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায় করা উচিত।”

উপরন্তু, হুযূর আকদাস আরেকবার আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়-এর সকল সদস্যকে সাবধান করেন, তারা যেন সরকার এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ ও নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চলেন।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হুযূর আকদাস বলেন যে, বয়োবৃদ্ধ এবং যারা কোন অসুস্থতায় ভুগছেন তাদের নিজেদের ঘর ছেড়ে বের হওয়া যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত এবং আহমদী মুসলিমদের কেবলমাত্র নিজেদের স্থানীয় মসজিদে ছোট জামাতে নামায পড়া উচিত, আর বড় কেন্দ্রীয় মসজিদসমূহ যেখানে আরো বেশি সংখ্যায় মানুষ একে অপরের সংস্পর্শে আসে সেগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

হুযূর আকদাস আরো বলেন যে, প্রচুর পানি পান করার পাশাপাশি মানুষের উচিত পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয়া এবং জাংক ফুড এড়িয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা।

যেসকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করার পর হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সর্বোচ্চ যে হাতিয়ার আমাদের হাতে রয়েছে তা হল দোয়া। আমাদের সবার সারা পৃথিবীর জন্য দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা’লা মানব জাতিকে এই ভাইরাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করেন। উপরন্তু আল্লাহ্ তা’লা যেন সকল আহমদী মুসলমানকে সুস্থতা দান করেন এবং নিজ ঈমানে দৃঢ়তর হওয়ার তৌফিক দান করেন।”